স্বালাতে মুবাশ্‌শির

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নামাযের নিয়মাবলি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

সূরা ফাতিহা পাঠ

অতঃপর মহানবী (ﷺ) জেহরী (মাগরিব, এশা, ফজর, জুমুআহ, তারাবীহ্, ঈদ প্রভৃতি) নামাযে সশব্দে ও সির্রী (যোহ্র, আসর, সুন্নত প্রভৃতি) নামাযে নি:শব্দে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন,

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلرَّحْمنِ الرَّحِيْم، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْن، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْن، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْم، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْن؟

উচ্চারণ:- আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল আ'-লামীন। আররাহ্মা-নির রাহীম। মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন। ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্তাঈন। ইহ্দিনাস স্বিরা-ত্বাল মুস্তাক্বীম। স্বিরা-ত্বাল্লাযীনা আন্আ'মতা আলাইহিম। গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায্যা-ল্লীন।

অর্থ:- সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও; তাদের পথ -যাদেরকে তুমি পুরস্কার দান করেছ। তাদের পথ নয় -যারা ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী) এবং যারা পথভ্রষ্ট (খ্রিষ্টান)।

এই সূরা তিনি থেমে থেমে পড়তেন; 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' পড়ে থামতেন। অতঃপর 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'-লামীন' বলে থামতেন। আর অনুরুপ প্রত্যেক আয়াত শেষে থেমে থেমে পড়তেন। (আবূদাঊদ, সুনান,হাকেম, মুস্তাদরাক, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ৩৪৩নং)

সুতরাং একই সাথে কয়েকটি আয়াতকে জড়িয়ে পড়া সুন্নতের পরিপন্থী আমল। পরস্পর কয়েকটি আয়াত অর্থে সম্পৃক্ত হলেও প্রত্যেক আয়াতের শেষে থেমে পড়াই মুস্তাহাব। (সিফাতু স্বালাতিন নাবী (ﷺ), আলবানী ৯৬পৃ:)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=2859

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন